Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Unqualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 61 min. 84 sec.
ID: IDI_AMR202_SLM_UnQ_Bo_R_11 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	36	S.S.C	Unqualified seller/prescriber	Both	8 Years	Bangali	

প্রশ্নকর্তা : আসলামুআলাইকুম আমি হচ্ছি এস এম এস – ঢাকা আই সি ডি ডি আর, বি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি তো আমরা বর্তমানে একটা গবেষণা করছি যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টাকরছি যে মানুষ এবং বাসা-বাড়িসমূহে পশুপাখি যখন অসুস্থ হয় তখন তারা কি করে এবং পরামর্শ চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় এবং অসুস্থতাসমূহের জন্য কোন এণ্টিবায়োটিক তারা কেনে কিনা। ওষুধের দোকানের মালিক বা যারা চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন প্রদানকারী অথবা যিনি এণ্টিবায়োটিক বিক্রয় করেন বা প্রদান করেন তাদের কাছে থেকে আমরা আরো জানতে চাই যে তারা কিভাবে এণ্টিবায়োটিক বিক্রয় ও সেবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন? তো ভাই আপনার কাছ থেকে যেসব তথ্য আমরা পাবো সেটা সম্পূর্ণ গোপনীয়ভাবে আমাদের আইসিডিডিআর,বি মহাখালী কলেরা হাসপাতোলেই সংরক্ষণ করা হবে শুধুমাত্র গবেষণার কাজেই এটা ব্যবহার করা হবে, অন্যকোন কাজে এটা ব্যবহার করা হবে না। তো কেমন আছেন ভাইয়া?

উত্তরদাতা : এইতো ভালোই আছি।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা, ভালো আছেন, না? তো প্রথমেই যে জিনিসটা জানতে চাইছিলাম ভাইয়া আপনার এই যে ওষুধের দোকান এবং এই পেশা সম্পর্কে যদি একটু খুলে বলেন? সাধারণত কোন ধরণের ক্রেতা আপনি দেখেন? এখানে যারা আসে রুগী, কি ধরণের রুগী আসে? এবং আপনে এই ব্যবসার সাথে কত বছর ধরে আছেন?

উত্তরদাতা: এই ব্যবসার সাথে আমি ৮ বছর ধরে জড়িত আছি

প্রশ্নকর্তা : জি, তো এখানে মানে কিধরণের রুগী আসে সাধারণত?

উত্তরদাতা: এখানে গ্রাম এলাকার সাধারণ লোক আসে আরকি,

প্রশ্নকর্তা : জি, জি মানে তারা কি কি ধরণের ওষুধ মানে রুগী আসে, কি রোগ নিয়ে আসে? কি ওষুধ নেয় তারা?

উত্তরদাতা: তারা এই সাধারণভাবেই ওষুধের জন্য আসে এবং অ্য--- পরীক্ষা নিরিক্ষা করে আমাদের কাছে ঐ প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে আসে আসলে পরে আমরা ঐইটা দেখে তাদেরকে ওষুধ দিয়ে দেই।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা তো এমনে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন রুগী কি আসে না? এমনে সাধারণ জ্বর কাশি, সাধারণ যে অসুখগুলা আছে ঐগুলা নিয়া

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন ছাড়া আসলেও আমাদের এখানে স্বাস্থকমপ্লেক্স আছে ওখানে বিনামূল্যে ডাক্তার দেখানো যায়, আমরা বলি যে ওখানে যান দেখিয়ে আসেন, দেখিয়ে আসলেই ওখান থেকে কিছু ওষুধ দিয়ে দেয় আর বাকি যা থাকে ওগুলা লিখে দেয় আমরা দিয়ে দেই

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা, আর এমনে কিছু রুগী আসেনা যারা প্রেসক্রিপশন ছাড়া মানে আসলো যে আমার এই সমস্যা আপনি আমাকে কিছু ওষুধ দেন– এটাতো আমরা সচরাচর দেখি যে ফার্মেসিগুলোতেতো আসেই

উত্তরদাতা: হ্যা, আসে বরাবর আমরা ঐ সাদারণ ওষুধ যেগুলা নরমালি ঐ প্যারাসিট্যামল, এণ্টাসিড, রিবোফ্লাভিন, সাধারণ কৃমিনাশক ওষুধ এলমেক্স এইগুলা দেই

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার এখানে কি কি ওষুধ আছে ভাইজান?

উত্তরদাতা: আমাদের এখানে প্যারাসিট্যামলজাতীয় মোক্সাসিল, সেপ্টাজিন-----

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এণ্টিবায়োটিক আছে সাধারণ ওষুধও আছে

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, সাধারণ ওষুধও আছে এণ্টিবায়োটিকও আছে

প্রশ্নকর্তা : এণ্টিবায়োটিক আছ, আর গবাদি পশুর জন্য তখন আমাকে বলছিলে যে কি কি কিছু ওষুধ আছে, যেমন– কি কি ওষুধ আছে?

উত্তরদাতা: গবাদি পশুর এখানে আমাদের পশু ডাক্তার আছে

প্রশ্নকর্তা : হুম্

উত্তরদাতা: ওরা গরু বা পশু দেখে তারপর প্রেশক্রিপশন করে ওগুলা আমরা সাধারনভাবে রাখি

প্রশ্নকর্তা : হুম্

উত্তরদাতা:তার পরে ঐটা ফলোকরে দেই

প্রশ্নকর্তা : এমনে কি কি ওষুধ আছে আপনার দোকানে গবাদি পশুর

উত্তরদাতা: গবাদি পশুর কৃমিনাশক আছে

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ

উত্তরদাতা: তারপরে ঐ পাতলা পায়খানার জন্য যে ট্যাবলেটটা ঐটা আছে, (স্যালাইনের নামটা বুঝতে পারছিনা–২.৫০) স্যালাইন যেটা ঐ গবাদি পশুর ঐ পাতলা পায়খানার জন্যে

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা, আচ্চা, এইগুলা আছে এছাড়া আর কিছু কি আছে গবাদি পশুর জন্য

উত্তরদাতা: না, এছাড়া আর কিছু নেই

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো ধরেন আপনার এখানে যে এণ্টিবায়োটিকগুলা আছে, কোন সময় একটা রুগী আসলো বললো যে ভাই আপনেতো আমাকে সাধারণ অসুখের জন্য অল্প কিছু ওষুধ আপনার এইখান তেকে নিয়ে ছিলাম কিন্তু আমার অসুখ ভালো হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে আপনি কি মানে তাকে এণ্টিবায়োটিক অ্য-- দেন আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে এণ্টিবায়োটিক দেওয়ার?

উত্তরদাতা: না, আমার এণ্টিবায়োটিকের ওপরে অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমি বলি যে কাছা কাছি আছে ডাক্তার গ্রামিন কল্যান ঐখানে গেলে বিনা মূলেই খালি গেলেই যাওয়াটাই যতটুকু কষ্ট গেলেই ডাক্তাররা দেইখ্যা লেইখ্যা দিলো তার পর আমরা দেই

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতা: একটা মানুষেরতো জীবনের অনেক দাম আছে

প্রশ্নকর্তা : হুম্ দাম আছে

উত্তরদাতা: কোন এক জায়গায় (৩.৪৭ একটা শব্দ বুঝতে পারছি না) দিবো

প্রশ্নকর্তা : না, তার পরেও আপনি আজকে ৮ বছর ধরে আমাকে বলতেছিলেন যে

উত্তরদাতা: দিলেও আমি ঐ ছোটখাটো ঐ এমিক্সাসিলিন

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ

উত্তরদাতা: যেটা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত আছে

প্রশ্নকর্তা : জি,

উত্তরদাতা: ঐটা দেই

প্রশ্নকর্তা : মানে কিসের জন্য এমক্সাসিলিলিনটা দেন? কি রোগের কাজ করে?

উত্তরদাতা: ঐ সাধারণত ঠান্ডা-কাশি

প্রশ্নকর্তা : জি

উত্তরদাতা: এ জন্যই

প্রশ্নকর্তা : এইটা এইটার জন্য দেয়, আর এছাড়া টুক টাক আর কোন এণ্টিবায়োটিক কি দেন?

উত্তরদাতা: না, দেই না, বড় এণ্টিবায়োটিক আমি কখনো দেই না।

প্রশ্নকর্তা : বড় না, মানে ঐটার কাছা কাছি মানে এমক্সাসিলিন বা ঐ ধরনের যদি আর কিছু এণ্টিবায়োটিক আছে না? ঐধরণের আর কি দেন?

উত্তরদাতা: সারদিন ঐ ধরেন প্রেসক্রিপশন আইটেম বেচতেই সময় যায় গা, আর আমাদের এখানে প্রবীন কিছু ডাক্তার আছে, অনেক আগে থেকেই ডাক্তারি করে সাধারণত ওনাদের ওনাদের কাছেই আমাদের এই বড় কোন সমস্যা হলে– এণ্টিবায়োটিক যখনই প্রয়োগ করি দরকার হয় ওনাদের কাছেই বেশী যায়

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা মানে রুগী ওনাদের কাছে যায়

উত্তরদাতা: হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা : মানে আপনাদের কাছে আসে না কিছু রুগী, সরাসরি আসলো আইসা বললো যে ভাই আমার এই সমস্যা আপনে একটু দেখেন বা কি খাবো? অনেক সময়তো জিজ্ঞাস করে

উত্তরদাতা: আমি ঐ রিক্স নেইই না।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা, আচ্ছা আপনার কাছে কি মনে হয় যে দিন দিন এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা ইউজটা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা কমে যাচ্চে? এটা আপনার কি মনে হয় ? মানে আপনা অভিজ্ঞতা

উত্তরদাতা: দিন দিনতো বাড়ছে এটা বোঝাই যায় আগে এমক্সাসিলিন ছিলো শুধু

প্রশ্নকর্তা : জি

উত্তরদাতা: তার পরে সেফ্রাডিন আসলো, আস্তে আস্তে হায়ারে জাইতেছে ডাক্তাররা লিখতেছে

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতা: আমরাও এই জন্য আমাদের রাখতে হয়

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্চা মানে দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে

উত্তরদাতা: বেড়েই যাচ্ছে

প্রশ্নকর্তা : বেড়েই যাচ্ছে আচ্ছা, ধরেন আপনার কাছে ধরেন যদি কোন সময় এন্টিবায়োটিক দিতে হয় অ্যা-- অ্যা-- এখন যেটা জানতে চাইছিলাম প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা বা বিক্রির ক্ষেত্রে কোন ধরণের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ আপনি কোন সময় ফেইজ করছেন ?

উত্তরদাতা: না,

প্রশ্নকর্তা : যে আপনি একজন রুগীকে– এইযে আজকে ৮ বছর ধরে আপনি এই পেশায় আছেন এই ব্যবসায় জড়িত, কাজের সাথে জড়িত কোন সময় একটা এন্টিবায়োটিক দিছেন আপনার কাছে মনে হইছে মানে দিতে গিয়ে যে আমি আসলে এই এন্টিবায়োটিকটা লিখবো না-কি এটাকি ঠিক হইতেছে কিনা, এই ধরণের কোন হেজিটেশন বা কোন সমস্যা চ্যালেঞ্জ ফেজ করছেন

উত্তরদাতা: চ্যালেঞ্জ আমি এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আমি একটু ইই থাকি– প্যারাসিট্যামল, এমোক্সাসিলিন এইগুলাই দেই বেশীরভাগ, না সারলে আমি বলি বড় ডাক্তারের সরনাপন্ন হন।

প্রশ্নকর্তা : কেন? মানে আপনি নিজেতো কিছুটা একটা অভিজ্ঞতা হইছেনা? মানে এইযে--

উত্তরদাতা: যেহেতু আমরা কিছুটা হইলেও যেহেতু পাশকরা ডাক্তার না, বড় এমবিবিএস বা এই জতীয় বা প্যারামেডিক এই জাতিয় কিছু না, এইজন্য আমি ঐটা রিসক নেই না।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্চা

উত্তরদাতা: আমি মানুরেষর জীবনকে একটু বড় মনে করে দেখি

প্রশ্নকর্তা : জি জি বুঝতে পারছি, আচ্ছা তো মানে যখন একটা ওষুধ আপনি যখন দিচ্ছেন বিশেষকরে এন্টিবায়োটিক বা দিচ্ছেন তখন এটা কত মাত্রায় খাবে এটার ডোজ কি বা কত দিন খেতে হবে বা কোন সাইড ইফেক্ট আছে কিনা বা এটার রেজিষ্টেন্স এই সম্পর্কে আপনি কি বলে থাকেন? কোন দিক নির্দেশনা কি দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা: ঐ জিনিসটাতো আসলে ঐ প্রেসক্রিপশনের মধ্যেই লেখা থাকে কিভাবে খাওয়াবে

প্রশ্নকর্তা : জি

উত্তরদাতা: অ্যা ঐডা মনে করেন ডাক্তাররা যেহেতু বুঝাইয়া দিছে এই জন্য আমরা অতোটা চিন্তা করিনা আরকি।

প্রশ্নকর্তা : তারপরও রুগীকে যখন দিচ্ছেন উনি অনেক সময় জিজ্ঞাস করেনা যে ভাই কেমনে খামু একটু বলে দেন বা ---

উত্তরদাতা: ঐটার মধ্যে লেখা আছে যে ১ চামচ করে ৩ বার বা ২ চামচ করে ৩ বার এইটুকু বলে দেই

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা যারা অনেক রুগী আছে না গরিব বা অল্প শিক্ষিত সে জিনিসটা ধরতে পারছে না, বুঝতে পারতেছে না, তখন তাকে আপনি বুঝাইয়া দেন না? এইযে দেখলাম কেচি দিয়ে কেটে দিচ্ছেন

উত্তরদাতা: না ঐটা মার্ক করে দিতে হয় নাবুঝলে পরা

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা মানে বেশিরভাগ ক্ষেতেই মার্ককরে দেন কেচি দিয়ে নাকি ঐ প্রেসক্রিপশনে যেটা আছে ঐটা বুঝাইয়া দেন

উত্তরদাতা: প্রেক্রিপশনে অনেক শিক্ষিত লোক যারা তারা প্রেসক্রিপশন দেইখ্যাই বুঝে আর যারা শিক্ষিত না তারাতো আর অতোটা ---

প্রশ্নকর্তা : তখন বুঝাইয়া দেন

উত্তরদাতা: মার্ককরে দেই বা কলম দেয়ে একটু লিখে দেই

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি (গাড়ির শব্দ কোলাহল) ভাইজান যেটা বলতে ছিলাম সেটা হইছে যখন আপনার কাছে রুগীরা আসতেছে মানে এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য বা ওষুধ কেনার জন্য তখন কতমাত্রয় দিবেন ডোজ এবং কত দিন খেতে হবে পার্শপ্রতিক্রিয়া এবং ঐটার রেজিষ্টেনস্ সমপর্কে বা কোন দিক নির্দেশনা দেন কিছু বলেন?

উত্তরদাতা: ঐযে রেজিষ্টার ডাক্তারের চিকিৎসা অনুযায়ী আমরা দেই

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা রেজিষ্টার ডাক্তারের ই অনুসারে দেই, আর যদি অশিক্ষিত হয় যেমন একটু আগে আমি দেখতে ছিলাম কেচি দিয়ে কেটে দিচ্ছিলেন এই জিনিসটা কেন? কেচি দিয়ে কেটে দিলে কি লাভ?

উত্তরদাতা: ঐটা ঐযে সকাল বিকাল

প্রশ্নকর্তা : বিকাল

উত্তরদাতা: দুই দিকে কাটলাম

প্রশ্নকর্তা : দুই দিকে কাটলাম

উত্তরদাতা: মাঝখানে কাটলাম না, উপরেরটা কাটলাম না,

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা দুই মাথায় কেটে দিলেন মানে দুই বেলা

উত্তরদাতা: দুই বেলা

প্রশ্নকর্তা : একটা সকাল আর একটা বলতেছেন

উত্তরদাতা: রাত

প্রশ্নকর্তা : রাতের বেলা আচ্ছা তাইলে এইটা এইখানেএকটা চিহ্ন বলতেছেন নাকি?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা : এইটা দেন, আর কিছু করেন ডোজ বুঝানোর জন্য ?

উত্তরদাতা: ডোজ বুঝানোর জন্য ঐ কম্পানিরা ই লেইখ্যা দেয়– ছোট ছোট কাগজ আছে সকাল, দুপুর, রাত ঐটায় টিক মাইরা মাইরা দিয়া দেই।

প্রশ্নকর্তা : মানে কম্পানীরা কাগজ দিয়ো দেয় ঐটায় টিক মাইরা কাগটা কোথায় লাগাইয়া দ্যান

উত্তরদাতা: ঐটা ঐ ইর মধ্যে ঐ এইযে এইটার পাশেই

প্রশ্নকর্তা : ওষুধের ইয়ার মধ্যেই দিয়া দেন। মানে রুগীদের জন্য এটা

উত্তরদাতা: হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা : টিক মারার কাগজটা কম্পানী দিচ্ছে আপনি লাগাইয়া দিচ্ছেন। ও এই জিনিসটাতো আমিও দেখিনাই আগে, অনেক ভালো, জিনিসটা ভালো হইছে। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এটা করে থাকেন না? এটাকি সবসময় মানে বলে দেন নাকি মানে রুগীদের সব সময় বুঝাইয়া দেন ডোজ ঠোজ কি পরিমান খাওয়াইতে হবে বা কিভাবে খাইতে হবে

উত্তরদাতা: প্রেক্রিপশন অনুযায়ী বুঝাইয়া দেই

প্রশ্নকর্তা : প্রত্যেক রুগীকেই বুঝাইয়া দেন, নাকি কতগুলাকে দেন কতগুলাকে দেন না?

উত্তরদাতা: অনেকেই আছে যে আমরা দেইখ্যা পইড়া নিতে পারবো

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ওনারাই বলে আর রুগীরা কি জানতে চায়, না আপনি নিজ থেকেই দেন এইটা?

উত্তরদাতা: আমি নিজেই বেশি বলে দেয়ার চেষ্টা করি

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা মানে কেন বলার চেষ্টা করেন আপনি?

উত্তরদাতা: যদি ভুল করে

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ভুল করলে কি সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা: না যেহেতু ডাক্তারের একটা জিনিস ওষুধটা খাইতে বলছে নিয়ম অনুযাই ঐটা অনিয়ম হইয়া গেলো।

প্রশ্ন কর্তা : জি

উত্তরদাতা : এই জন্যে।

প্রশ্নকর্তা : যদি অনিয়ম হয় একটা ওষুধ খাইতে গেলে তাহলে কি সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতা: রোগটা সারতে না পারে।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা একটা হচ্ছে রোগ সারবে না। আর কোন সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতা: আর আবার এমনও হইতে পারে– ধারোনা করছি আরকি

প্রশ্নকর্তা : জি

উত্তরদাতা: যে ডোজ মোতাবেক না খাইলে অনেক সমস্যা হইতে পারে খারাপ কিচু হইতে পারে

প্রশ্নকর্তা : খারাপ ----

উত্তরদাতা: একসিডেন্টলি কিছু হইতে পারে

প্রশ্নকর্তা : মানে কি হইতে পারে? ধরেন একটা হচ্ছে রোগ ভালো হচ্ছে না, আরেকটা হচ্ছে একটা একসিডেন্ট হতে পারে যেটা বলছেন– একসিডেন্ট বলতে কি বুঝাচ্ছেন ? কি হতে পারে ?

উত্তরদাতা: সেটা (হাসছে)

প্রশ্নকর্তা : ঠিকাছে ঠিকাছে তাইলে কোন নির্দিষ্ট রুগীকে মানে এণ্টিবায়োটিক দেয়া হবে কি হবে না, এই যে একটা সিদ্ধান্তের বিষয় এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নেন? যেমন আপনি একটু আগে বলছিলেন যে ফাইমক্সিল বা ইয়ে এণ্টিবায়োটিক আপনি সচরাচর দিয়ে থাকেন কি বলছিলেন?

উত্তরদাতা: ওই এমক্সাসিলিন

প্রশ্নকর্তা : এমক্সাসিলিন বা এমক্সাসিলিন গ্রুপের এণ্টিবায়োটিক দেন, একটা রুগীকে আপনি এমক্সাসিলিন দিবেন কি দিবেন না এইযে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয় এই সিদ্ধান্ত বা ডিসিশনটা আপনি কিভাবে নেন? কি দেখে নেন? রোগের লক্ষণ বা ধরণ কি দেখেন?

উত্তরদাতা: ওই এলার্জি জনিত ঠান্ডা

প্রশ্নকর্তা : জে

উত্তরদাতা: কাশি, হাচি

প্রশ্নকর্তা : হ্যা

উত্তরদাতা: এইগুলা

প্রশ্নকর্তা : তো প্রথমেতো তাকে সরাসরি এণ্টিবায়োটিক দেন, নাকি হচ্ছে

উত্তরদাতা: প্রথমে তাকে আমি প্যারাসিট্যামল দেই

প্রশ্নকর্তা : প্যারাসিট্যামল দেন

উত্তরদাতা: বা এইচ (Ace)

প্রশ্নকর্তা : এইটা কয় দিনের জন্য দেন?

উত্তরদাতা: এইটা এই ৫ দি ৭দিন

প্রশ্নকর্তা : ৫ দিন ৭ দিন তারপরে ও ঐটা খাইলো মানে খাইয়া ----

উত্তরদাতা: না সারলে পরা বেশিরভাগই বলি যে আপনি একটা ডাক্তারের সরনাপন্ন হন

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা

উত্তরদাতা: এখানে আমাদের স্বাস্থ ক্লিনিকে ডাক্তার আছে

প্রশ্নকর্তা : জি

উত্তরদাতা: ওখানে ডাক্তার দেখাইলেএমোক্সাসিলিনই বেশি লেখে

প্রশ্নকর্তা : বেশি দেয়

উত্তরদাতা: স্বাস্থ ক্লিনিক যারা এই গ্রামিন কল্যানে এমোক্সাসিলিনই বেশি লেখে

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা এমোক্সাসিলিনই বেশি লেখে। তো আপনি কি মনে করেন যে এণ্টিবায়োটিকের যে দাম, বাজার মূল্য এটা সাধারণ জনগন যারা আছে তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আছে, নাকি তাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। পরিবারের ব্যয়ভারটা অনেক বেশি এণ্টিবায়োটিকের জন্য

উত্তরদাতা: কিনতেই দেখি সবাই কিনে

প্রশ্নকর্তা : তাতো কিনতেছে, কিন্তু মূল্য দাম যেটা এটাকি বেশী না কম, কি মনে হয় আপনার? এণ্টিবায়োটিকের দামের ক্ষেত্রে।

উত্তরদাতা: তো সবকিচুরইতো বাজার মূল্য এখন অনেক বেশি

প্রশ্নকর্তা : না, আমি বলছি সাধারণ যে ওষুধ আছে যে মানে ধরেন– নাপা, প্যারাসিট্যামল,বা এইধরনের আরেতো ওষুধ আছে্এর সাথে যদি আমরা তুলনা করি যে এণ্টিবায়োটিক আর সাধারন ওষুধ তাহলে এণ্টিবায়োটিকের যে দাম বাজার রেট যেটা এখন, সেটা সাধারণ জনগণযারা আছে জেনারেল পাবলিক ওদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে কি আছে এটা নাকি তাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে দামটা? কি মনে হয় আপনার? অভিজ্ঞতায় কি বলে?

উত্তরদাতা: ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেইতো আছে

প্রশ্নকর্তা : মধ্যেই আছে না, মানে সবাই কিনতে পারে? এখানে যারা আসে সবাই কিনতে পারে? ধরেন ডাক্তার তাকে ৫ দিন বা ৭ দিনের জন্য ওষুধ দিলো

উত্তরদাতা: কিনতে পারে কি– যারা মানে যাদের সক্ষম তারপরেও অনেক কষ্টকরে কিনে আরকি,

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা অনেক কষ্টকরে কিনে --

উত্তরদাতা: যেহেতু ডাক্তার লিখছে ঐটা খেতে হবেই

প্রশ্নকর্তা : মানে ডাক্তার যে কয়দিনের জন্য লিখে তারা কি পুরাটাই কিনে না অল্পকরে কিনে অর্ধেক কিনে?

উত্তরদাতা: অ্যা অনেকে পুরাটা কিনে আবার অনেকে বলে আজকে হাফ নিয়ে যাই পরবর্তীতে আবার হাফ নিবো।

প্রশ্নকর্তা : তো যিনি হাফ নিচ্ছেন উনি কি পরে আবার নেয়?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ নেয়

প্রশ্নকর্তা : নেয়? বেশিরভাগ রুগী কি পুরাটই কোর্স নেয়, নাকি অল্প করে নেয়? না পুরাটাই নেয়?

উত্তরদাতা: পুরাটাই নেয় বেশিরভাগ

প্রশ্নকর্তা : বেশিরভাগ, মানে কিছু লোক আছেনা যে অল্পকরে নিলাম খাইলাম ভালো হয়ে গেল, আর খায় না, এইরকম কি আছে?

উত্তরদাতা: আমরা অতটা খেয়াল করি রাখি না

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তাইলে মানে যিনি এণ্টিবায়োটিক ওসুধটা নিচ্ছেন মানে সে যেপরিমান টাকা এণ্টিবায়োটিক কেনার জন্য ব্যয় করতেছে খরচ করছে সেকি সেই পরিমান বেনিফিট বা লাভ পায়? আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: যেমন?

প্রশ্নকর্তা : যেমন অ্য আমি আজকে ধরেন ৫০০ টকার ওষুধ নিয়ে গেলাম এণ্টিবায়োটিক, এমন অসুক হইছে যেটা ভালো হওয়ার জন্য ডাক্তার আমাকে এণ্টিবায়োটিক দিলো বা আপনিই বললেন যে এই ওসুধগুলো খান তো সে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখাগেল যে তার যে আশাকরে আনছিলো যে রোগটা ভালো হবে বা বেনিফিট পাবে, বা লাভবান হবে সে কি সেই পরিমান লাভ পায় ? মানে সে কি সুস্থ হচ্ছে?

উত্তরদাতা: সুস্থ হয়ই বেশিরভাগই

প্রশ্নকর্তা : হয়?

উত্তরদাতা: হঠাৎ

প্রশ্নকর্তা : মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাইলে সুবিধাটা বেনিফিটটা পাইতেছে তাহলে বেশিরভাগ রুগী

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ পাইতেছে

প্রশ্নকর্তা : পাইতেছে, আর এমন কি আছে মানে এণ্টিবায়োটিক খাচ্চে কিন্তু ভালো হচ্ছে না, বা পাইতেছে না, এইরকম কি আছে?

উত্তরদাতা: কম, সংখ্যায় কম।

প্রশ্নকর্তা : কম, না! আচ্ছা তো মানে এণ্টিবায়োটিক লোকজনে সাধারণত কিভাবে কিনে থাকে তারা কি এণ্টিবায়োটিক ট্যাবলেট ওষুধের পুরা কোর্স মানে কিনে? কোর্স কমপ্লিট করে তারা?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন আইটেম দেইখ্যা কিনে

প্রশ্নকর্তা : হুম্, পুরাটাই কিনে? না কি অল্পকরে কিনে, বেশিরভাগ লোক?

উত্তরদাতা: এটা ঐ যার যার সাধ্য অনুযায়ী কিনে। একজনের আজকে টাকা কম

(১৫.০০ মিনিট)

প্রশ্নকর্তা : জি

উত্তরদাতা: সে একটু অল্পকরে নিয়ে গেল, পরবর্তীতে আবার নিলো

প্রশ্নকর্তা : জি, বেশিরভাগ কি অল্পকরে, না বেশি করে নেয়। বেশিরভাগ লোকই কি অল্প করে নেয়, না বেশি করে নেয়?

উত্তরদাতা: আসলে যেটা যেকয় দিনের লেখে ঐকয়দিনতো খেতেই হবে

প্রশ্নকর্তা : জি

উত্তরদাতা: ঠিকাছে, অনেকেই টাকা আছে নিয়ে নিলো অনেকেই একটু কম টাকা আছে পরবর্তীতে নিলো

প্রশ্নকর্তা : তো পরবর্তীতে কি সে সত্তিই নেয় না কি আবার নেয় না?

উত্তরদাতা: পরবর্তীতে সে হয়তো আমার দোকানে আসলো বা অন্য দোকান থেকে নিয়ে নেয়

প্রশ্নকর্তা : মানে বেশিরভাগ সময়কি নেয়, না নেয় না, অল্পকরে যে নিচ্ছে? সে কি সেকেন্ড টাইম, থার্ড টাই আবার আসতেছে।

উত্তরদাতা: সেকেন্ড টাইম আমার কাছে আসবে, আবার যদি না আসে তাহলে অন্যের কাছ থেকে নিয়ে যায়

প্রশ্নকর্তা : মানে আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে? আসে? না আসে না?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগই আসে

প্রশ্নকর্তা : আসে, সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম তারা আবার আসে। মানে কেন আসে? অনেক সময়তো আমরা যেমন বাসা-বাড়ী যখন কথা বলছি ওরা বলছে ভালো হয়ে গেলে আমরা আর যাই না। এইরকম আমরা পাইছি বালো হয়ে গেলে যায় না, অ্যা আপনার এখানে বলতেছেন আসে

উত্তরদাতা: ভালো হইয়া গেলে না গেলে ঐ ----

প্রশ্নকর্তা : যদি ওষুধটা না খায় ফিনিসটা না করে, ডোজ কমপ্লিট না করে তাইলে কি সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতা: ওডাতো স্যার আমরা বুঝতেছিনা। বলতে পারি না।

প্রশ্নকর্তা : না, কি হইতে পারে ডোজটা সে কমপ্লিট করলোনা তা হলে কি সমস্যা হইতে পারে

উত্তরদাতা: এটাতো আমরা অতোটা বলতো পারিনা

প্রশ্নকর্তা : মানে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু বুঝেন আরকি , যেমন একটু আগে আপনি বলছিলেন যে একটা ওষুধের কোর্সতো তাকে যেহেতু লিখছে খাইতে হবে। তাইলে --- ভাই যেটা বলছিলাম লোকজন যে এন্টিবায়োটিক নিচ্ছে যারা অল্পকরে নিচ্ছে টাকা নাই সে অল্পকরে নিয়ে খাচ্চে পরে ফুরাইয়া গেলে আবার আসতেছে, ধরেন কেউ আসলো না, ওষুধটা খাইলো না, যদি কোর্স কমপ্লিট না করে ধরেন ডাক্তার ৭ দিন বা ৫ দিনের জন্য আপনিই দিলেন তখন যাইয়া যদি কোর্সটা কমপ্লিট না করে তাইলে কি সমস্যা হইতে পারে? মানে একটা হচ্ছে আমরা রোগের জন্য -----

উত্তরদাতা: আমরা অতোটা বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা : বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ধরেন রোগের জন্য সে ওষুধটা নিচ্চে এখন রোগের জন্য নিলো অল্পকরে খাইলো ৫ দিনের জায়গায় ২ দিন খাইলো আর পরে কাইলো না সে ভালো হয়েগেল মনে মনেকরতেছে আমি আর খাবোনা, যদি না খায় তাহলে কি সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতা: স্যার মানুষের হিউম্যান বডি সম্বন্ধেতো আমরা অতোটা জ্ঞাত না,

প্রশ্নকর্তা : যতটুকু যতটুকু মনে করেন একটা ওষুধ খাওয়া নিয়ে কথা আরকি, খাচ্ছে কিন্তু ভালো হচ্ছে না, ওষুধ খাইতেছে কিন্তু ওইযে সে যদি ঠিকমতো না খায় কোর্স কমপ্লিট না করে তাহলে কি সমস্যা হইতে পারে, ডাক্তাররা কি বলে

উত্তরদাতা: ডাক্তাররাতো কোর্স কমপ্লিটই করতে বলে

প্রশ্নকর্তা : যদি না করে কোন রুগী তাইলে কি সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতা: এটা ডাক্তারের সাথে বললে তথ্যটা পাওয়া যাবে ভালোভাবে, আমরাতো ---

প্রশ্নকর্তা : তা পাওয়া যাবে কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় ? ওষুধ খাইয়ে যদি কোর্স কমপ্লিট না করে, কি সমস্যা হইতে পারে? একটাতো তার শরীরে রোগটা আপাততো ভালো হইলো কিন্তু পরবর্তীতে হইতে এই রোগটা কি হইতে পারে বা কোন সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতা: এ ব্যাপারে আমি ---

প্রশ্নকর্তা : বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি। আচ্ছা তাইলে এখন যেটা বলছিলাম যে মানে অ্যা- আপনের কোন ব্যবস্থাপত্রে বা প্রেসক্রিপশনে অন্য ওষুধের চেয়ে এন্টিবায়োটিককে কি বেশি প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকেন? আপনার কাছে কি মনে হয় যে মানে আপনি যে টুকটাক এন্টিবায়োটিক যখন বিক্রি করেন বা কাউকে মৌখিকভাবে দিচ্ছেন বা প্রেসক্রিপশনে দিচ্ছেন তখন কি আপনার কাছে মনে হয় যে অন্যান্ন সাধারণ ওষুধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকটা মানে ভালো কাজ করবে এইটা কি বেশি প্রেসক্রাইব করে ফেলেন এইরকম?

উত্তরদাতা: এখন ডাক্তাররা লেখে এই জন্যই আসলে দেই

প্রশ্নকর্তা : বেশিরভাগ ডাক্তাররা লেখে, আপনি কি মাঝে মধ্যে টুক-টাক লেখেন বা বলেন?

উত্তরদাতা: না, আমি লেখি না।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা মানে ডাক্তাররাই বেশিরভাগ দেয় ব্যবস্থা, এরা কোন ডাক্তার কিধরনের ডাক্তার এরা?

উত্তরদাতা: ঐ এমবিবিএস ডাক্তার আছে এরাইতো লেখে

প্রশ্নকর্তা : আচ্চা আচ্চা

উত্তরদাতা: সাধারণ ডাক্তারের লেখার যোগ্যতা তাদের আসলেই নেই, এটা আসলে এমবিবিএস ডাক্তারগো হাতেই এটা (একটা শব্দ বুঝতেছি না ১৮:৪৬)

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা অন্য ওষুধের সাথে সাধারন ওসুধের সাথে এন্টিবায়োটিক-এর কোন ডিফারেন্স কোন পার্থক্য কি আছে? একটা হচ্ছে সাধারন ওষুধ একটা এন্টিবায়োটিক এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কি? এইটাতো বুঝা যায় ধরেন একটা হচ্চে আমরা যদি এন্টিবায়োটিককে পাওয়ারি ওষুধ বলি মানে এটার পাওয়ার বেশি– তাহলে একটা সাদারণ জেনারেল ওষুধ আর একটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক এই দুটার মধ্যে ডিফঅরেন্সটা কি, পার্থক্যটা কি?

উত্তরদাতা: অতটা বলতে পারছি না

প্রশ্নকর্তা : এইটা আপনি জানেন আপনার অভিজ্ঞতা থেকেতো আমার মনে হয় এটা বলতে পারবেন অ্যা--

উত্তরদাতা: আমিতো আসলে প্রথমেই আপনাকে বলছি শুধু ওষুধ বিক্রি করি ঐ ই দেইখ্যা প্রেসক্রিপশন দেইখ্যা বেচি।

প্রশ্নকর্তা : তাইলে এইটাকি বলতে পারতেছেন না সাধারণ ওষুধ আর হচ্ছে এণ্টিবায়োটিক এই দুটার মধ্যে নিশ্চই একটা পার্থক্য আছে, একটা হচ্ছে এণ্টিবায়োটিক আর একটা হচ্চে সাধারণ ওষুধ এই দুটার মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি? সাধারন ওষুধের চেয়ে এণ্টিবায়োটিককে আমরা মনেকরি পাওয়ারি ওষুধ আমরা বলিনা পাওয়ারি ওষুধ ধরেন ৫০০ এমজি আরএকটা সাধারণ ওষুধ হচ্ছে ২০ এমজি বা ১০ এমজি তাইলে এই দুটার মধ্যে নিশ্চই কোন পার্থক্য আছে, আছেনা --- ভাই?

উত্তরদাতা: থাকতে পারে অতোটাতো আসলে আমরা বুঝতে পারি না।

প্রশ্নকর্তা : আচ্চা আচ্চা মানে লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এণ্টিবায়োটিক আপনাদের কাছ থেকে কিনে? চায় যে আমাকে এই এণ্টিবায়োটিকটা দেন নাম ধরে বলে ?

উত্তরদাতা: চাইলেতো আসলে এই প্রেসক্রিপশন দেইখ্যাই বেশিরভাগ চাওয়া হয়

প্রশ্নকর্তা : বেশিরবাগ চাওয়া হয়, এমনে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অনেকে আসেনা?

(০০:২০:০০)

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন ছাড়া চাইলেতো ওগুলা খাইয়া লাভ হয় না, আর ওগুলা আমরা দেইে না, দিয়া কি লাভ?

প্রশ্নকর্তা : অনেক সময় আসে মুখে বলে, সে জানে নামটা সে খাইছে বা আগেও খাইছে বলেনা যে আমাকে অমুক ওষুধটা দেন, এণ্টিবায়োটিকটা দেন,

উত্তরদাতা: না বলছি খাইছেন আবার কেন খাবেন? হ্যাঁ ডাক্তার দেখান নতুন করে ---

প্রশ্নকর্তা : আচ্চা আচ্ছা কিন্তু অনেক সময় বললো যে আমি আগে থেকে এই ওষুধটা খাইতেছি আমাকে এণ্টিবায়োটিকটা দেন। মৌখিকভাবে সে বললো যে আমি প্রেসক্রিপশন হয়তো বাসায় আছে। তখন কি দেন?

উত্তরদাতা: না

প্রশ্নকর্তা : দেন না, আচ্ছা লোকে কি (কাষ্টমার আসছে) আচ্চা আপনি কি মুখে মুখে এণ্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন? মৌখিকভাবে বলেন যে এটা খান বা এটা খান?

উত্তরদাতা: না,

প্রশ্নকর্তা : কেন করেন না?

উত্তরদাতা: এমনেইতো সারাদিন প্রেসক্রিপশনের ওষুধ বিক্রিকরি এমনেইতো বেচা যায় ঐগুলা দিলাম কেন দেব?

প্রশ্নকর্তা : মানে একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনারতো একটা অভিজ্ঞতা আছে আপনে অল্প-স্বল্প ডাক্তারি করতেছেন, যেটা হচ্ছে সাধারণ জেনালেল প্যাসেন্ট যেগুলা আসতেছে অনেক বছর ধরে আসতেছে এবং বিভিন্ন ওষুধ কম্পনীর প্রতিনিধিরাও আসতেছে তারা আপনাকে বলতেছে বুঝাইয়া অলরেডি আপনার অভিজ্ঞতাও হয়েছে তো আপনি কিছু দিচ্ছেননা মাঝে মধ্যে ওই----

উত্তরদাতা: না, প্রেসক্রিপশন আইটেম দেখে বেশি বেচি, প্রেসক্রিপশন আইটেম বেচি

প্রশ্নকর্তা : আর এমনে মাঝে মধ্যে যে বলতেছিলেন এটা যে দেন কি বলছিলেন ঐটা সেপ্রাডিন

উত্তরদাতা: এমোক্সাসিলিন

প্রশ্নকর্তা : হ্যা এমোক্সাসিলিন, এমোক্সাসিলিনটা কখন দিচ্ছেন?

উত্তরদাতা: কখন দিচ্ছি ঐযে মনে করেন এখান থিকা স্বাস্থ কেন্দ্রের থেকে লেখে ঐটা এজন্যই ঐটা দেই

প্রশ্নকর্তা : ওটা দেয়া হচ্ছে, আচ্ছা এখন আপনি কি মনে করেণ এণ্টিবায়োটিক রোগগুলো প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কায়করী ভুমিকা পালন করে মানে রোগটা ভালো করার জন্য কি এণ্টিবায়োটিকগুলা ভালো কাজ করে? আপনি কি মনেকরেণ?

উত্তরদাতা: যেহেতু ডাক্তাররা লেখে রুগীও ভালো হয়

প্রশ্নকর্তা : ভালো হয়

উত্তরদাতা: এই দৃষ্টিকোন থেকে

প্রশ্নকর্তা : ভালেকাজ করে এটা মনে করেন না অ্যা--- আচ্ছা তো কি উপায় এটা কাজ করে, ধরেন একটা এণ্টিবায়োটিক খাইলো শরীরের মধ্যে গিয়া এটা কি ভাবে মানে ভালো করতেছে রোগটা?

উত্তরদাতা: এটাতো বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা : অ্যা এটা বলতে পারবেন না,

উত্তরদাতা: এটকা ওষুধ কিভাবে শরীরে কাজ করে এটাতো আমরা বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা : এণ্টিবায়োটিকগুলা কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী যেমন একটু আগে বলতে ছিলেন যে জ্বর শর্দি কাশির জন্য আমরা অ্যা ইয়া করতেচেন ঐ একটা এণ্টিবায়োটিকের কথা বলতে ছিলেন একটু আগে এটা কাজ করে যেমন এটা ঠান্ডা জ্বর কাশীর জন্য আর কিসের জন্য কাজ করে?

উত্তরদাতা: আসলে আমরাতো ----

প্রশ্নকর্তা : না, তা বুঝতে পারছি

উত্তরদাতা: সাধারণ মানুষ

প্রশ্নকর্তা : তারপরওতো এমনে একটা আইডিয়া আছে ধরেন কাটা ছেড়া অনেকে বলে যে কাটা ছেড়ার জন্য দেয়, অপারেশন করলে দেয়

উত্তরদাতা: ডাক্তাররা লিখলে আমরা দিই

প্রশ্নকর্তা : মানে কি কি রোগের জন্য সাধারণত এণ্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়? এইরকম কয়েকটা যদি বলেন আমাকে

উত্তরদাতা: এখন ডাক্তাররা লেখে আমরাতো শুনিনা যে কি রোগের জন্য এটা আপনি এটা লিখছেন আমরা ঐ প্রেসক্রিপশন পাই ডাক্তারের প্যাডসহকারে তখন আমরা ঐটা বিক্রি করি

প্রশ্নকর্তা : তা বুঝতে পারছি কিন্তু আর একটা কথা হচ্চে

উত্তরদাতা: কিভাবে বডিতে কাজ করে

প্রশ্নকর্তা : বডিতে না, মানে কি কি রোগের জন্য এন্টিবায়োটিক দেয়? কয়েকটা রোগের যদি নাম বলেন যে এই রোগের জন্য এন্টিবায়োটিক দেয় সাধারনত এই রোগের জন্য দেয়, এই রকম কয়েকটা যদি বলেন, যেমন সকালে আপনার সঙ্গে যখন আলোচনা হইছিলো তখন আপনি বলতেছিলেন যে অনেক দিন ধরে জ্বর, ঠান্ডা-কাশি যদি ভালো না হয় অ্যা সেই ক্ষেত্রে সেটা ----

উত্তরদাতা: এইতো এন্টিবায়োটিকতো যেকোন রুগী যখন রোগ সারতেছে না ----

প্রশ্নকর্তা : জি

উত্তরদাতা: অ্যা রোগের নাম বলতে পারলাম না কিন্তু অসুখটা সারতেছেনা ডাক্তারের কাছে গেলে ঐ ডাক্তারেরাই লেখে

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা

উত্তরদাতা: এই রোগীর টেষ্ট কি টেষ্ট আছে ঐটা ফরম দেইখ্যা

প্রশ্নকর্তা : এমনে সাধারনত ধরেন একটা মায়ের যদি সিজার হয় বা কারো যদি অপারেশন হয় তখন এন্টিবায়োটিক দেয় না?

উত্তরদাতা: দেয়

প্রশ্নকর্তা : দেয়, তাইলেতো আমরা বলতে পারি অপারেশন হইলে

উত্তরদাতা: অপারেশন কাটার জন্য দিছে

প্রশ্নকর্তা : কাটার জন্য দিচ্ছে আর কি কি জন্য দেয়? এইরকম কয়েকটা যদি ধরণ বা নাম বলেন যে এইটা এইটার জন্য এন্টিবায়োটিক দেয়। যেমন একটা বললেন অপারেশন বা কাটা-ছেড়ার জন্য এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে আর

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা ---

প্রশ্নকর্তা : চেষ্টা করেন আমার মনে হয় পারবেন, পারবেন, এটা পারবেন অসুবিধা নাই

উত্তরদাতা: আমরা অতটা খেয়াল ই করিনা বুঝছেন (পাশের লোক কতা বলছে)

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তাইলে জ্বর, ঠান্ডা কাশি বা অন্যকোন অসুখের জন্য কি এন্টিবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতা: ডাক্তাররা এন্টিবায়োটিক লেখেতো

প্রশ্নকর্তা : লেখে এগুলার জন্য লেখে কাটা-ছেড়ার জন্য লেখে আর ?

উত্তরদাতা: আপনার কইলেইতো বাইর হইয়া আইলো এই দুই তিনটা কইলেন এটাতো আপনার কাছ থেকেই

প্রশ্নকর্তা : আমিতো ডাক্তার না মানে আপনার কাছে যেটা হইছে অভিজ্ঞতা থেকে শুনতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা এন্টিবায়োটিক রেডিষ্টেন্স, এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স বলতে কি বুঝায়? এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স এই শব্দটা শুনছেন? যে এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স হইয়া গেছে, আমরা বলি না– এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স হইয়া গেছে। এটা কি শুনছেন এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স

উত্তরদাতা: না

প্রশ্নকর্তা : অ্যা মানে আপনার এই ৮ বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা এর মধ্যে আপনি এই শব্দটা শুনেন নাই এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স? মেডিসিন রেজিষ্টেন্স শুনেন নাই মেডিসিন রেজিষ্টেন্স হইয়া যায় বা এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স

উত্তরদাতা: না

প্রশ্নকর্তা : অ্যা জানেন এটা

উত্তরদাতা: না, না এটা জানি না।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্চা, মানে যদি সঠিক নিয়মে কেউ এণ্টিবায়োটিক না খায় – ভাই যদি তাইলে কি কি সমস্যা হইতে পারে তার ? ধরেন আপনাকে কথার কথা অ্যা একটা এণ্টিবায়োটিক দিলো আমাকে বা আপনাকে, আমাকে ধরেন একজন ডাক্তার একটা এণ্টিবায়োটিক দিলো অ্যা তো এণ্টিবায়োটিকটা আমাকে বললো যে আপনি প্রতিদিন ১২ ঘন্টা পর পর অ্যা এই এণ্টিবায়োটিকটা খাবেন । কিন্তু দেখা গেল যে আমি একটা খাইলাম ১২ ঘন্টা পর আর একটা খাইলাম ৬ ঘন্টা বা ৭ ঘন্টা পর, কারণ গভীর রাতে রাত ২টা ৩টা বাজে কি এণ্টিবায়োটিক খাবো তখন আমি এণ্টিবায়োটিকটা সঠিকভাবে খাইলামনা তাইলে এটার কি সমস্যা হইতে পারে –ভাই? ওষুধতো একটা নিয়মমাফিক খাইতে হয় কিশেষ করে এণ্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা: ডাক্তারে যে রোগের জন্য দিছে

প্রশ্নকর্তা : হ্যা

উত্তরদাতা: সারার জন্যইতো দিছে

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ সারার জন্যই দিছে

উত্তরদাতা: আমার ধারনা মতে ঐ রোগটা না সারতে পারে

প্রশ্নকর্তা : নাও সারতে পারে, আর কি সমস্যা হইতে পারে? সারলো না, রোগটা রইয়া গেল শরীরের মধ্যে সেতো ঐ ধরেন এলোমেলোভাবে ওষুধটা ৫ দিন বা ৭ দিন যে কয়দিনের জন্য দিলো সে খাচ্ছে ছিক আছে –ভাই সে খাচ্ছে তখন ওষুধটা কি হবে, ওষুধটাতো সে খাচ্চে রোগটা সারতেছেনা তাহলে তার কি হবে, ভবিষ্যতে কি হবে? ভবিষ্যতে---

উত্তরদাতা: এণ্টিবায়োটিক খাওয়ার

প্রশ্নকর্তা : মানে এণ্টিবায়োটিক ডাক্তার তাকে দিলো বললো যে প্রতি ১২ ঘন্টা পর পর আপনে একটা খাবেন সে একটা খাইতেছে ধরেন এলোমেলোভাবে খাচ্ছে একটা সে একটা সে ধরেন একটা ঐযে ১২ ঘন্টা পর পর দিনে দুইটা খাইতে বলছে তো সে ১২ ঘন্টা পর খাইলো একটা ৮ ঘন্টা পর খাইলো বা ৯ ঘন্টা পর খাইলো কিন্তু এলো মেলো হইয়া গেলনা সে টাইম মেইনটেইন করলো না, তাইলে বললেন যে রোগটা সারতেছেনা আর কি সমস্যা হইতে পারে? যদি এণ্টিবায়োটিক সঠিকভাবে কেউ না খায় তাইলে তার হচ্ছে রোগ ভালো হবে না এটা একটা কারন বললেন, আর কি হতে পারে তার ?

উত্তরদাতা: ডাক্তার থাকেলে এ্গুলা বলা যাইতো

প্রশ্নকর্তা : হা-- হা-- চেষ্টা করেন আমার মনে হয় আপনি পারবেন, কারণ আপনার ৮ বছরের অভিজ্ঞতা

উত্তরদাতা: অভিজ্ঞতা থাকলে কি হইবো শুধু ওষুধ কিক্রি করিতো বুঝেন না?

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা আসলে এবার একটু হচ্ছো পলিসি নীতিমালা নিয়ে কথা বলি আপনি কি মানে (কাষ্টমার আসছে) আচ্চা –ভাই এবার একটু পলিসি নিয়ে নীতিমালা সম্পর্কে একটু আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে আপনি কি ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া এণ্টিবায়োটিক বিক্রি করেণ?

উত্তরদাতা: না

প্রশ্নকর্তা : বিক্রি করেন না, কেন করেন না? কেন এন্টিবায়োটিক কিক্রি করেন না প্রেসক্রিপশন ছাড়া?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকের প্রয়োগতো অতোটা ভালোভাবে বুঝিনা, তাইলে কি জন্য বিক্রি করবো?

প্রশ্নকর্তা : আচ্চা আচ্ছা প্রয়োগটা আপনি বলছেন যে আপনি বুঝেন না, আচ্ছা সাধারণ ওষুধ বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক-এর ব্যাবহার পর্যবেক্ষণ করে এমন কোন পর্যবেক্ষন বা নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা সম্পর্কে আপনি জানেন? এন্টিবায়োটিক যে মানে ব্যবহারটা অ্যা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা এটা দেখভাল করা দেখাশুনা করার জন্য মানে কোন প্রতিষ্ঠান আছে? ঐখান থেকে কোন লোকজন আসে দেখাশুনা করার জন্য, আপনাদের ফার্মেসীতে কেউ ভিজিটে আসে?

উত্তরদাতা: ওষুধ কম্পানীরা আসে

প্রশ্নকর্তা : ওষুধ কম্পানী আসে আর সরকারী বা অন্যকোন এইরকম কেই আসে?

উত্তরদাতা: না

প্রশ্নকর্তা : ড্রাগ, ড্রাগ সুপারটুপার এই ধরনের কেউ আসে? সরকারী কিছু ই আছেনা যে ওষুধের অফিস মানে যারা এসে দেখভাল করে যে ফার্মেসীগুলা ভিজিট করে এইরকম কেউ আসে?

উত্তরদাতা: ড্রাগ সুপাররা আসে

প্রশ্নকর্তা : ড্রাগ সুপাররা আসে, না? কত দিন পর পর আসে ওনারা? কত দিন পর পর আসে –ভাই ওরা?

উত্তরদাতা: এই বচরে দুই তিন বার আসে

প্রশ্নকর্তা : দুই তিন বার আসে, এইখানে কোন অফিস আছে, আসে পাশে ড্রাগসের অফিসটা কোথায় ?

উত্তরদাতা: টাঙ্গাইল

প্রশ্নকর্তা : টাঙ্গাইল, আচ্ছা আচ্চা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার এন্টিবায়োটিকটা কিভাবে ইউজ করা যায় ব্যবহার করবেন এটা সম্পর্কে কোন সরকারী নীতিমাল আছে বাংলাদেশে? আপনি জানেন? এন্টিবায়োটিক-এর ব্যবহার সম্পর্কে কোন মানে কোন নীতিমালা কোন পলিসি বা নীতিমালা আছে আপনি জানেন?

উত্তরদাতা: জানি না। (আস্তে বলছে বুছতে পারিনা)

প্রশ্নকর্তা : ভাইজান যেটা আলোচনা করতে ছিলাম তো যেটা হচ্ছে যে মানে এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স এই শব্দটাকি আপনি শুনছেন?

উত্তরদাতা: না, এটাতো শুনি নাই

প্রশ্নকর্তা : শোনেন নাই, না! মানে অ্যা এন্টিবায়োটিক সঠিক নিয়মে কেউ যদি এন্টিবায়োটিক না খায় তাইলে তার এন্টিবায়োটিক চ্যালেন্সগুলা কি কি? মানে সঠিক নিয়মে যদি এন্টিবায়োটিক না খায় তাইলে তার কি কি সমস্যা হইতে পারে? ধরেন একটা ডাক্তার দিলো যে আপনে দিনে ৬ ঘন্টা পর পর– ২৪ ঘন্টায় ১ দিন, ৬ ঘন্টা পর পর দিনে ৪ টা এন্টিবায়োটিক খাবেন ঐটা টাইম মেইন্টেইন করে খাইলো না, ২ ঘন্টা পর ৩ ঘন্টা পর এইরকম এলো মেলোভাবে খাইলো তাহলে তার কি সমস্যা হতে পারে? একটু আগে বলতে ছিলেন যে রোগটা হয়তো ভালো হবেনা, আর কি সমস্যা হইতে পারে? আপনার মতে?

উত্তরদাতা: এগুলাতো ডাক্তাররাইতো বুঝবে বেশি, আমাদের চেয়ে

(০০:৩০:২৮)

প্রশ্নকর্তা : তারপরও আপনার কাছে কি মনে হয়? আর কি হইতে পারে? আর কি হইতে পারে, আর?

উত্তরদাতা: বলতে পারলাম না

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো মানে অ্যা এন্টিবায়োটিকের পলিসি নিয়ে কথা বলতে ছিলাম তখন আপনি কি মানে অ্যা প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রি করেন?

উত্তরদাতা: না

প্রশ্নকর্তা : করেন না, কোন সময় করেন না? অল্প টুক-টাক কিছু করেন না?

উত্তরদাতা: ঐ সাধারণ প্যারাসিট্যামল ঐগুলা বিক্রি করি

প্রশ্নকর্তা : ঐগুলাই বিক্রি করেন, এছাড়া আর কি দেন যেমন একটু আগে বলছিলেন যে আর একটা ওষুধ এন্টিবায়োটিক যেটা ডাক্তার লেখে আমরা মাঝে মধ্যে দেই

উত্তরদাতা: এমোক্সাসিলিন ডাক্তারে লেখে (একটু অস্পষ্ট ৩১:০০)

প্রশ্নকর্তা : এমোক্সাসিলিন আপনিও মাঝেমধ্যে দেন বলছিলেন, এই এমোক্সাসিলিন গুরুপের আর কোন মেডিসিন– এন্টিবায়োটিক কি আপনি দেন?

উত্তরদাতা: না

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা মানে এন্টিবায়োটিক অ্যা ঠিকমতো মানে ব্যাবহার পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোন গভর্মেন্ট অফিস থেকে কেউ এখানে দেখার জন্য আসে? ড্রগ সুপারের কথা বলতেছিলেন আসে ওনারা?

উত্তরদাতা: ড্রাগ সুপার মাঝে মাঝে আসে

প্রশ্নকর্তা : মানে মাসে কয়বার আসে? মাসে কয়বার আসে? মানে কত দিন পরপর আসে ড্রাগ সুপার?

উত্তরদাতা: বছরে দুই তিন বার আসে

প্রশ্নকর্তা : ও আচ্ছা বছরে দুই তিন বার আসে, এন্টিবায়োটিক ব্যবহার সম্পর্কে সরকারী কোন নীতিমালা থাকা কি প্রয়োজন, আপনি কি মনে করেন?

উত্তরদাতা: সরকারী নীতিমালা থাকলে ভালো

প্রশ্নকর্তা : ভালো, কেন ভালো? মানে কি লাভ? যদি নীতিমালা থাকে– সরকারের নীতিমালা থাকে তাইলে কি লাভ?

উত্তরদাতা: সরকারী নীতিমালা থাকলে সবাই এগুলা মেনে মেনে ওষুধ খাবে

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো আপনি কি মনেকরেণ সরকারী কোন নীতিমালা আছে এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য কোন নীতিমালা কি অলরেডী আছে? সরকার কি তৈরী করছে? কোন নীতিমালা আছে অলরেডী বাংলাদেশে

উত্তরদাতা: এতো ডাক্তারি ডাক্তারি নীতিমালা ডাক্তারি হিসাবে

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য কোন সরকারী নীতিমালা বাংলাদেশে আছে এখনো? কি মনে হয় আপনার?

উত্তরদাতা: সেইটা অতোটা খেয়াল নাই

প্রশ্নকর্তা : জানেন আপনি এটা?

উত্তরদাতা: এ ব্যপারে অতোটা জানি না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা মানে অ্যা আপনি কি মনে করেন যে কিছু মানে ব্যবসায়ী আছে কিছু প্রতিষ্ঠান বা দোকান আছে যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে যে এন্টিবায়োটিক দরকার নাই তারপরও সে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে এ রকম কি আছে আপনি জানেন?

উত্তরদাতা: না, আমিতো জানি না।

প্রশ্নকর্তা : মানে এখানে কোন দেকান বা কোন যায়গায় শুনছেন যে এন্টিবায়োটিক দরকার নাই হয়তো সাধারণ ওষুধেই কাজ করবে খাইলে কয়দিন ভালো হয়ে যাবে তারপরও সে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে

উত্তরদাতা: আমি দেই না, এখন আমি ---

প্রশ্নকর্তা : আরকেউ করে কিনা এটা জানেন?

উত্তরদাতা: জানি না (আস্তে বলছে বুঝা যায় না)

প্রশ্নকর্তা : জানেন না, আচ্ছা আচ্ছা তো অ্যা (সাইড টক) যেটা বলতেছিলাম যে রুগীর লাভের চেয়ে মানে যিনি ওষুধ বিক্রি করছেন তার আর্থিক লাভের জন্য অনেকেতো এন্টিবায়োটিক লিখতে পারে অনেক সময়, লেখে এরকম কেউ? মানে ধরেন মানে রুগীর হয়েতো এন্টিবায়োটিক দরকার নাই কিন্তু যিনি বিক্রি করতেছেন অ্যা ওষুধের দোকান থেকে কেউ কি আপনার জানা মতে এরকম বিক্রি করে, যে তার লাভ এন্টিবায়োটিক বিক্রি করে পয়সা যেহেতু বেশি লাভ বেশি তার

উত্তরদাতা: করতে পারে কিন্তু ভাই আমিতো এইটা জানি না।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা জানেন না, এই বাজারে এরকম কেউ আছে?

উত্তরদাতা: বলতে পারি না (আস্তে বলছে বুঝা যায় না)

প্রশ্নকর্তা : বলতে পারেন না, ভোক্তার অধিকার প্রত্যেকটা– ভোক্তা মানে আমরা প্রত্যেকেই হচ্ছি কঞ্জুমার, আমরা যে ওষুধ খাই এটা আমাদের একটা রাইট যে আমাদের ওষুধ কেনার অধীকার আছে, আপনার অধিকার আছে বিক্রি করার, এই যে ভোক্তার অধীকার এ সম্পর্কে আপনি জানেন কিছু? বাংলাদেশে ভোক্তার অধিকারের কিছু নিয়ম-কানুন আছে এটা জানেন? ভোক্তার অধিকার এই জিনিসটা কি? এসম্পর্কে কিছুই জানেন না।

উত্তরদাতা: না স্যার কিছুই জনি না (আস্তে বলছে বুঝা যায় না)

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা একটা প্রেসক্রিপশনে যাতে এন্টিবায়োটিকের যথাযথ পরামর্শ লেখা হয় তার জন্য কিধরনের ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ বলে আপনি মনেকরেন? ধরেন ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন লিখতেছে বা আপনারা যে কোন সময় যদি প্রেসক্রিপশন লেখেন তাইলে ঐখানে কোন কোন বিষয়গুলো উল্লেখ থাকা উচিৎ প্রেসক্রিপশনের মধ্যে? প্রেসক্রিপশনে ডাক্তার কি লেখে ওষুধের নাম লেখে, কিভাবে খাবে

উত্তরদাতা: খাবারের নিয়ম

প্রশ্নকর্তা : নিয়ম লেখে আর কি উল্লেখ থাকা উচিৎ?

উত্তরদাতা: প্রথমে দেখবেন বিপি

প্রশ্নকর্তা : আর কি কি উলেখ করা উচিৎ?

উত্তরদাতা: ঐ ডাক্তারের?

প্রশ্নকর্তা : মানে প্রেসক্রিপশন ধরেন আপনার কাছে যখন প্রেসক্রিপশন আসে

উত্তরদাতা: মানে আমি যে

প্রশ্নকর্তা : আপনি যে একটা প্রেসক্রিপশন কোন সময় লেখেন না, দেন না?

উত্তরদাতা: না তাতো দেই না,

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু যখন একটা প্রেসক্রিপশন যখন আসে

উত্তরদাতা: আসে

প্রশ্নকর্তা : ঐ প্রেসক্রিপশনে কি কি জিনিসগুলো উলেখ থাকলে ভালো হয়? থাক উচিৎ, আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: খাবার নিয়ম

প্রশ্নকর্তা : নিয়ম

উত্তরদাতা:তারপর ঐযে বিপি পেশার মাপে ওইটা ঠিক আছে কিনা?

প্রশ্নকর্তা : হ্যা প্রেশার

উত্তরদাতা: এই

প্রশ্নকর্তা : এগুলা আর? আর? একটাতো হচ্ছে ডাক্তারতো বিপি দেখলো দেখে তার ওষুধ দিলো আর ঐখানে রোগ বিষয় কি কিছু থাকা উচিৎ? রোগের মানে কোন কিছু লেখা থাকে প্রেসক্রিপশানে? কোন সময় খেয়াল করছেন যে

উত্তরদাতা: ওই সাইড দিয়া

প্রশ্নকর্তা : হ্যঅ

উত্তরদাতা: সাইড দিয়া বিবরণ থাকে

প্রশ্নকর্তা : বিবরণ থাকে, কি লেখে কি লেখে

উত্তরদাতা: ওই যে রোগের যে সময় যে রোগটা ইংরেজীতে লেখে আরকি

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ওটা ইংরেজীতে লেখে মানে কি রোগ কি জন্যে। আর কি থাকে প্রেসক্রিপশানের মধ্যে? একটাতো হচ্ছে সেইটা যদি প্যাডে হয় তার নাম ঠিকানা থাকে

উত্তরদাতা: নাম ঠিকানা থাকে

প্রশ্নকর্তা : আর কি কি জিনিস থাকলে ভালো হয়? মানে ভবিষ্যতে সরকার যদি একটা নীতিমালা করে বা এই বিষয়ে সরকার কিছু করতে চায় তাইলে কি কোন জিনিসটা এ্যাড করলে ভালো প্রেসক্রিপশনের মধ্যে হয়তো সরকার নিয়ম করে দিলো যে এটা এটা থাকতে হবে। তাহেলে আপনার যে অভিজ্ঞতা ৮ বছরের এই দোকান করার অভিজ্ঞতা এই পেশায় আছেন তাইলে কোন জিনিসটা থাকলে ভালো হইতো? বলেন –ভাইে কিছু একটা বলেন।

উত্তরদাতা: মাথায় আসতেছে না

প্রশ্নকর্তা : মাথায় আসতেছে না হা হা --- আচ্ছা অসুবিধা নাই, আমরা আগাই তাইলে পরে আপনি কি মনেকরেন যে ড্রাগ বা ওষুধ কম্পানীগুলো রোগীদের এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারে? ধরেন একজন ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টিটিভ আসলো উনি বললো যে ভাই আমার এই এই প্রডাক্ট আছে তার মধ্যে এই এন্টিবায়োটিকটা যদি রোগীরা চায় এইটা একটু বেশিকরে বইলেন বা দিয়েন তারা কি আপনাকে ইনফুলেন্স করতে পারে, প্রভাবিত করতে পারে?

উত্তরদাতা: না তারাতো তারা আমাদের বলতে পারে এইটুকুই যে এইটা এই এই কাজ করে কিন্তু ওকথা বলে না যে আমার এইটা চালাইয়েন বা এই জাতীয় কিছু তাদের যেটায় যে কাজ করে ঐটা অলরেডী আমাদের বইলা যায়। যে এইটা এই

প্রশ্নকর্তা : মানে তারা কি ইনজেনারেল সাধারণ ওষুধ নিয়ে বলে নাকি এন্টিবায়োটিক নিয়ে বলে, নাকি বলে যে আমার এই এতগুলো যে ওষুধ বললাম সাধারণ ওষুধ এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে আপনি এই এন্টিবায়োটিক এর কথাটা রুগীদের একটু বইলেন বা এন্টিবায়োটিকটা বেশিকরে দিয়েন, কোনটা বলে?

উত্তরদাতা: না, তা বলে না,

প্রশ্নকর্তা : কি বলে তারা?

উত্তরদাতা: এই গুলার যে কাজ ঐগুলা আমাদের অলরেডী বইলা যায়।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিটা ওষুধের কথাই বলে যায় সেইটাকি সাধারণ ওষুধের বেশি বলে নাকি এন্টিবায়োটিক বেশি বলে?

উত্তরদাতা: অ্যা সাধারনেরই বেশি বলে

প্রশ্নকর্তা : সাধারনেরই বেশি বলে, তাইলে

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকতো বললে এমবিবিএস ডাক্তারদের বলবো, আমরাতো এন্টিবায়োটিক সম্বন্ধে অতোটা জানি না বা জ্ঞাত না

প্রশ্নকর্তা : তারপরেওতো দেখা যাচ্ছে এন্টিবায়োটিক সচরাচর অল্প বেশি দিতেই হয় সে কারণে– আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে –ভাই লোক জন এন্টিবায়োটিক নেয়ার ক্ষেত্রে কোথায় বেশি যেতে পছন্দ করে? মানে সরকারী হাসপাতাল, কোন বেসরকারী হাসপাতালে নাকি আপনাদের কাছে আসতে। কোথায় বেশি পছন্দ করে তারা?

উত্তরদাতা: আমার কাছে আসলে আমি এই এখানে সরকারী হসপিটাল আছে ওখানে বেশি পাঠাই

প্রশ্নকর্তা : তো পাঠালেতো ওই রুগী চলে গেল এটাতো আপনার জন্য কি মানে প্রফিটএবল কিছু না। হা -- হা --

উত্তরদাতা: আসলে এই নিজের লাভ– ওখানে আমি পাঠাইলাম আপনার সামনেও আমি অনেকগুলা রুগী পাঠাইছি এটা কিন্তু আপনি দেখছেন যে আমি ওষুধটা বিক্রি করলাম না ওনাদের কাছে, করলে করতে পারতাম কিন্তু তারপরেও আমার ওষুধ বিক্রি অনেক হয়। পাঠিয়ে দিলাম ওস্তাদেরডে পাঠাইলাম গ্রামীন কল্যানে ওইযে বললাম একটু দেখিয়ে আসেন

প্রশ্নকর্তা : তাইলে লোকজন সাধারনত বেশি কোথায় যায় সরকারতে যায় নাকি হচ্ছে প্রাইভেটে বেসরকারীতে যায়?

উত্তরদাতা: আমাদের গ্রাম এলাকারয় সরকারীতেই বেশি যায়

প্রশ্নকর্তা : সরকারী, সরকারী এখানে আশেপাশে কি হাসপাতাল আছে?

উত্তরদাতা: সরকারী এখনে আছে একটা গ্রামীন কল্যান আছে, হেল্‌থ থেকে একটা ইয়া আছে

প্রশ্নকর্তা : ইউনিয়ন পরিসদের ভিতরে যেটা ঐটা?

উত্তরদাতা: হ্যা,

প্রশ্নকর্তা : ঐটাতো ফ্যামিলি প্লানিং এফডব্লিউসি দেখলাম, আর একটা গ্রামীন কল্যান যেটা বলছেন ওটা কি বেসরকারী?

উত্তরদাতা: ঐযে গ্রামীন

প্রশ্নকর্তা : এনজিও টাইপের নাকি সরকারী?

উত্তরদাতা: এনজিও টাইপের

প্রশ্নকর্তা : এনজিও, এনজিও আচ্ছা আর কিছু কি আছে, ঐযে উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্স আছে

উত্তরদাতা: উপজেলায় যায়, উজেলায় জামুদি আছে ঐখানে যায় তারপরে ওইযে কুমুদিনি

প্রশ্নকর্তা : কুমুদিনি, আর আর

উত্তরদাতা: এগুলোইতো

প্রশ্নকর্তা : বেশিরভাগ কোন জায়গায় যায়? মেক্সিমাম রোগী ধরেন ১০০ জনের মধ্যে মেক্সিমাম রোগী কোথায় যায়?

উত্তরদাতা: কুমুদিনি হাসপাতালেই বেশি যায়

প্রশ্নকর্তা : কুমুদিনি, কুমুদিনি এখান থেকেতো অনেক দূরে লোকজন আপনাদের কাছে আসেনা?

উত্তরদাতা: দূরে হলেও তাদের তৃপ্তি আছে ওখানে যাইয়া ডাক্তার পায়

প্রশ্নকর্তা : ওখানে খরচ কেমন?

উত্তরদাতা: টিকেট কাটতে হয়

প্রশ্নকর্তা : টিকেট কাটতে হয়, কত টিকেট?

উত্তরদাতা: আতো ১০টাকা ছিলো এখন কত হইছে জানি না,

প্রশ্নকর্তা : ওয়, আচ্চা আচ্চা ঠিক আছে, ঐটা কি সরকারী কুমুদিনি?

উত্তরদাতা: না, না ট্রাষ্ট

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনার কাছে কি গবাদি পশু গরু-ছাগল, হাস-মুরগী এইগুলোর জন্য কোন এণ্টিবায়োটিক আছে?

উত্তরদাতা: না

প্রশ্নকর্তা : এগুলর জন্য কোন এণ্টিবায়োটিক নেই, এমনে সাধারণ ওষুধ সবগুলা

উত্তরদাতা: হ্যা

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এখন আমার মোটা মুটি শেষের দিকেই আমি কয়েকটি বিষয় একটু জানতে চাই মানে এণ্টিবায়োটিক আপনাররা কোথা থেকে নিয়ে আসেন? এণ্টিবায়োটিক ওষুধগুলা?

উত্তরদাতা: এণ্টিবায়োটিক

প্রশ্নকর্তা : আপনার দোকানে যে এণ্টিবায়োটিক আছে এগুলা কোন যায়গা থেকে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: কম্পনী থেকে ডায়রেক্ট সরাসরি

প্রশ্নকর্তা : আপনে গিয়ে নিয়া আসেন, না ওরা এসে দিয়ে যায়?

উত্তরদাতা: না, ওদের গাড়ি আছে, গাড়ির মাধ্যমে আমাদের দিয়ে যায়

প্রশ্নকর্তা : দিয়ে যায়, আচ্ছা মানে অ্যা আপনার দোকানে যে এণ্টিবায়োটিকগুলা আছে অ্যা সেগুলা মানে জেনারেশনগুলা কি কি, এই সম্পর্কে আমি একটু লিষ্ট করবো মানে যে এণ্টিবায়োটিক যেটা আছে ঐটা অলরেডী ফাষ্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন বা ফোর্ত জেনারেশন অ্যা এই বিষয় একটু জানবো। তারপরে হচ্ছে কোন ধরনের এণ্টিবায়োটিক সচরাচর আপনি বেশি লিখে থাকেন এই বিষয় একটু জানবো, আর অ্যা আপনি মানে অ্যা তো এই বিষয়গুলি একটু জানবো, তাহলে এখন একটু দয়াকরে আমাকে আপনার দোকানে যে এণ্টিবায়োটিকগুলা আছে ওগুলা যদি কাইন্ডলি একটু একটা একটা করে দেখান আমাকে তাইলে আমি একটু লিখে নেব। ঐগুলা, একটা লিষ্ট– তালিকা তৈরী করবো অ্যা। এটা হচ্ছে কি ইউরোসেফ, আচ্ছা আর কি কি আছে, ভাইজান আর কি কি আছে?

উত্তরদাতা: (অস্পষ্ট ৪০:৪৮)

প্রশ্নকর্তা : ইউরোসেফ, অইউরোসেফ সেফিক্সিল না?

উত্তরদাতা: সিপ্রোসিন

প্রশ্নকর্তা : ও সিপ্রোসিন আচ্ছা আচ্ছা ২৫০ এমজি, আর কি কি আছে? – ভাই একটা একটা দেন আমার কাছে। দেন আর কি কি আছে? মানে পেডিএট্রিক বাচ্চা থেকে শুরু করে সবার জন্য, মানে আমরা যারা আছি বয়স্ক বাচ্চা সবার জন্য

উত্তরদাতা: যেগুলা এন্টিবায়োটিক নরমালি বিক্রি করি সেগুলা দেই

প্রশ্নকর্তা : সবগুলাই দেন অসুবিধা নেই –ভাই

উত্তরদাতা:যা যা আছে

প্রশ্নকর্তা : আপনার কাছে যা যা আছে মানে সবগুলাই দেন, যেটা যে কম্পানীরই হোক (সাইড টক)

উত্তরদাতা: দাদা এইটা নিলাম অ্যা

প্রশ্নকর্তা : হুম্, আচ্ছা ইয়া ভাই আর কি আছে? –ভাই আর কি আছে?

উত্তরদাতা:

প্রশ্নকর্তা : লুকোসেফ, সিপ্রক্সিন, ক্লোষ্টার,

উত্তরদাতা: (আস্তে কি যেন বলছে বুঝতে পারি নাই)

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ সেপ্রাডিন আছে, এইখানে একটা দেখছিলাম ফাইমোক্সিল

উত্তরদাতা: ফাইমক্সিল দাদা এইটাতো লেখেনই নাই

প্রশ্নকর্তা : অসুবিধা নাই মানে এক এক কম্পানীরতো এক এক ইয়ে (সাইড টক)। –ভাই আর কি আছে?

উত্তরদাতা: (অস্পষ্ট ৪৩:২৩)

প্রশ্নকর্তা : না লিব্যাগ লেখিনি

উত্তরদাতা: দাদার এস এস সি কত সালে?

প্রশ্নকর্তা : আমার ৯২

উত্তরদাতা: এস এস সি

প্রশ্নকর্তা : ৯২

উত্তরদাতা: ৯৫ এ এস এস সি পাশ করেছিলাম ৫টা লেটার নিয়া ষ্টার -- ধরা খাইয়া গেছি বুঝছেন

প্রশ্নকর্তা : হুম্, আমিওতো এই ষ্টার

উত্তরদাতা: (প্রচন্ড শব্দ বোঝা যায় না ৪৩:৫৩)

প্রশ্নকর্তা : লিব্যাক দিছেন, ফাইমক্সিল দিছেন, ক্লোষ্টার দিছেন, সিপ্রসিন, এজিথ্রোমাইসিনদেন নাই,

উত্তরদাতা: জিম্যাক্স লিখছেন?

প্রশ্নকর্তা : জিম্যাক্স! না জিম্যাক্স লিখিনাই জিম্যাক্স

উত্তরদাতা: (কাষ্টমার কথা বলছে)

প্রশ্নকর্তা : –ভাই আর কি আছে? এই এই সাইডের সেলফে, মাঝের সেলফে? যেহেতু পাইকারী বিক্রি করেন আপনার কাছে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি। সিরাপও দিয়েন ভাই সিরাপও দিয়েন। ট্যাবলেট সিরাপ, ঐটাও দিয়েন

উত্তরদাতা: (কাষ্টমারের সাথে কথা বলছে)

প্রশ্নকর্তা : সেফোটিল (৪৫:২৭) সেফোটিল না, হ্যা আর কি আছে –ভাই? সেফোরিক্সিন, আর কি আছে একটু দেন, চার্জ চলে যাচ্ছে

উত্তরদাতা: (কাষ্টমারের সাথে কথা বলতেছে)

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ ভাই আর কি আছে? এদিকে দেখেন, সিরাপ দেখেন বাচ্চাদের, টেট্রমাইসিন, টেট্রমাইসিন,

উত্তরদাতা: (কাষ্টমারের সাথে কথা বলতেছে)

প্রশ্নকর্তা : –ভাই আর কি আছে ?

উত্তরদাতা: (ঔষধ দিচ্ছে আর কাষ্টমারের সাথে কথা বলতেছে)

প্রশ্নকর্তা : আজকে কি ১১ তারিখ আজকে। আজকে ১১ না ১০

উত্তরদাতা: আজকে ১১ তারিখ,

প্রশ্নকর্তা : এগারো, এটা হচ্চে পেনভিক, পেনভিকস্ ছয় ১২ তের, তের পেনভিক, –ভাই? -ভাই? এটা হচ্চে পেনভিক, –ভাই আর কি আছে?

উত্তরদাতা: এতো আরতো নাই

প্রশ্নকর্তা : একটু চোখবুলাইয়া দেখেনতো? অন্যকোন র‍্যাকে বা সেলফে আছে কিনা? বা ভিতরে আছে কিনা?

উত্তরদাতা: (কাষ্টমার আসছে ওষুধ বিক্রি করতেছে)

(৫১:০০)

প্রশ্নকর্তা : আমাকে একটু কমপ্লিট করে দেন ভাই। ইয়ে অ্যা –ভাই এটা ছাড়া আর ঐ দুইটা লিখছি আর?

উত্তরদাতা: দেখতেছি ভাই

প্রশ্নকর্তা : আর একটু দেখেন আর একটু দেখেন

উত্তরদাতা: এই যে

প্রশ্নকর্তা : ইউরোক্লাব, –ভাই আর কিছু? ভাইজান আরকিছু? একটু চোখবুলাইয়া দেখেন না, এই সাইড দেখেন না, এই দিকেতো আসেন নাই এই দিকে,

উত্তরদাতা: (কাষ্টমার আসছে ওষুধ বিক্রি করতেছে তাদের সাথে কথা বলছে)

প্রশ্নকর্তা : আরকিছু আরকিছু? ভাইজান আরকিছু? আচ্ছা –ভাই আমাকে এটা এইযে এইযে ই ইয়ে কি বলে এইখানে একটু আমাকে বলে দিতে হবে –ভাই কোনটা ফাষ্ট জেনারেশন কোনটা কোন জেনারেশন এইটা একটু বলেন। যেমন এইখানে কাছে আসেন এইখানে এইটা হচ্চে অ্যা

উত্তরদাতা: ফাইমক্সিল ঐটা হইছে

প্রশ্নকর্তা : সেফ্রাক্সিল (৫৪:১২) সেফ্রিক্সিন না সেফিক্সিন

উত্তরদাতা: ফাইমক্সিল

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ ফাইমক্সিল এটা কোন

উত্তরদাতা:আগেতো আছিল এমপিসিলিন হেডাতো এখন চলে না,

প্রশ্নকর্তা : না,

উত্তরদাতা: তাইলে এটাতো বাদই

প্রশ্নকর্তা : এটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা: এটা ফাষ্ট জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা : ফাষ্ট জেনারেশন, তার পর এখান থেকে চলে আসেন এগুলা? লোকোসেফ

উত্তরদাতা: অ্যা সিপ্রসিন ওইডা সেকেন্ড দেন আর

প্রশ্নকর্তা : এইটা সেকেন্ড, হ্যা সিপ্রসিন?

উত্তরদাতা: সিপ্রসিন প্লাবোলিক এসিড যেটা লিখলেন

প্রশ্নকর্তা : হ্যা

উত্তরদাতা: নিউরোক্লাব কোনটা যেন লিখলেন

প্রশ্নকর্তা : এইটা ঐ শেষে লিখছি। এইটা

উত্তরদাতা: হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা : এইটা কোনটা

উত্তরদাতা: এইটা এহন বর্তমানের

প্রশ্নকর্তা : কোন জেনারেশনের এইটা?

উত্তরদাতা: থার্ড

প্রশ্নকর্তা : থার্ড, আচ্ছা আর এইগুলা এইগুলা একটু বলেন

উত্তরদাতা: সিপ্রসিন এইডাতো অনেক আগেই

প্রশ্নকর্তা : হ্যা, কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা সেকেন্ড

প্রশ্নকর্তা : সেকেন্ড, সিপ্রসিন আর এটা ক্লষ্টার

উত্তরদাতা: ক্লষ্টার -- এইতো অনেক আগেইতো ছিলো

প্রশ্নকর্তা : হ্যা,

উত্তরদাতা: ঐটাও ঐ ফাষ্ট জেনারেশনই

প্রশ্নকর্তা : ফাষ্ট জেনারেশন তারপর লিব্যাক?

উত্তরদাতা: লিব্যাকও ঐ ফাষ্টই

প্রশ্নকর্তা : ফাষ্টই, জিম্যাক্স?

উত্তরদাতা: সেকেন্ড

প্রশ্নকর্তা : সেকেন্ড, তারপরে এইগুলা?

উত্তরদাতা: সেপ্রডি---

প্রশ্নকর্তা : সেপ্রটিন

উত্তরদাতা: সেপ্রটিন এইটা থার্ড জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা : থার্ড জেনারেশন। তারপর হচ্ছে যে মোক্সাসিল?

উত্তরদাতা: এটাতো ঐ আগেরই মোক্সাসিলটা ফাষ্ট

প্রশ্নকর্তা : ফাষ্ট, টাইসিল ফাষ্ট, এরোমাইসিন?

উত্তরদাতা:এরোমাইসিন, আরিমিাইসিনতো এখন বর্তমানে যেটা এইটার আগে

প্রশ্নকর্তা : হুম্ তারমানে কোন জেনারেশন?

(৫৫:৩৯)

উত্তরদাতা: ইরোমাইসিন দাদা– ইরোমাইসিনতো অনেক আগের এখনতো নিউরোক্লাব ঐগুলা থার্ড জেনারেশন, না?

প্রশ্নকর্তা : হুম্, এজিথ্রোমাইসিন২০০এমজি

উত্তরদাতা: সেকেন্ড জেনারেশন না?

প্রশ্নকর্তা : এজিথ্রোমাইসিন২০০এমজি

উত্তরদাতা: এখন বর্তমানে ফিউরোসেফ ক্লাব অ্যা ক্লাবনিক এসিড ঐটা থার্ড না?

প্রশ্নকর্তা : থার্ড

উত্তরদাতা: ঐটা সেকেন্ড জেনারেশন হইবো তাইনা?

প্রশ্নকর্তা : এইটা কি সেকেন্ড?

উত্তরদাতা: সেকেন্ড

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা একজ ?

উত্তরদাতা: একজ এজিট্রোমাইসিন

প্রশ্নকর্তা : হুম্

উত্তরদাতা: এজিথ্রোমাইসিনসেকেন্ড জেনারশন

প্রশ্নকর্তা : সেকেন্ড জেনারেশন, তারপর

উত্তরদাতা: টেকজিটিল

প্রশ্নকর্তা : টেকজিটিল?

উত্তরদাতা: টেকজিটিলও সেকেন্ড জেনারেশন,

প্রশ্নকর্তা : সেকেন্ড,

উত্তরদাতা: তাইনা?

প্রশ্নকর্তা : সেকেন্ড বলতেছেন টেকজিটিল?

উত্তরদাতা: টেজিটিল সেকেন্ড জেনারেশন, সেপোডাকসিল

প্রশ্নকর্তা : সেপোডাকসিন?

উত্তরদাতা: সেকেন্ড জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা : আর এইখানে একটু দেখেন পেনভিক, পেনভিক ৪?

উত্তরদাতা: এইটা আসলে

প্রশ্নকর্তা : পেনভিক ৪? কিউসিন? ওরসেফ? ওররেসফ?

উত্তরদাতা: এহন চলে সবই তাইনা? বর্তমানেতো এগুলা সবই লেখে

প্রশ্নকর্তা : তাইলে কোন জেনারেশন এগুলা?

উত্তরদাতা: নিউরো ক্লাবতো এইডা থার্ড জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা : কেনটা এইটা?

উত্তরদাতা: নিউরো ক্লাব ১৫ নাম্বার

প্রশ্নকর্তা : হ্যা এইটাতো বললেনই। পেনভিক– পেনভিক ৪ কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা: পেনভিকতো অনেক আগেই এটা প্রচলন না? অনেক আগেই পেনিসিলিনের ই

প্রশ্নকর্তা : পেনিসিলিনতো পেনিসিলিন কেথায় লিখলাম

উত্তরদাতা: পেনভিকতো পেনিসিলিনই

প্রশ্নকর্তা : পেনিসিলিন

উত্তরদাতা: এটা ফাষ্ট জেনারেশন না?

প্রশ্নকর্তা : ফাষ্ট বলতেছেন? কিউসিন কিউসিন ৩০০?

উত্তরদাতা: কিউসিন সেকেন্ড

প্রশ্নকর্তা : সেকেন্ড জেনারশন। আর ওরসেফ? ওরসেফটা?

উত্তরদাতা: ওরসেফ? সেপ্রোক্সিন,

প্রশ্নকর্তা : সেপ্রোক্সিন

উত্তরদাতা: সেকেন্ড জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা : সেকেন্ড জেনারেরশন

উত্তরদাতা: কারণ ওইটার পরে এইযে

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা –ভাই এগুলা ছাড়া কি আর কিছু আছে?

উত্তরদাতা: না্এই গুলাই

প্রশ্নকর্তা : এইগুলাই না? এর মধ্যে আপনি সবচেয়ে বেশি প্রেসক্রাইব করা হয় কোনটা? আপনি সবচেয়ে বেশি প্রেসক্রাটইব করেন কোনটা এর মধ্যে?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রাইব পাই– ডাক্তারের কাছে থেকে পা্ই তাইনা?

প্রশ্নকর্তা : ডাক্তারের কাছথেকে পান তাছাড়া নিজেও টুকটাক করেন, মানে নিজে কোনটা বেশি করেন, যদি করেন?

উত্তরদাতা: ঐযে এমোস্কাসিলিন

প্রশ্নকর্তা : এমোস্কাসিলিন, কেডটা এখানে কোনটা বলতেছেন?

উত্তরদাতা: এইযে ফাইমস্কিল

প্রশ্নকর্তা : ফাইমস্কিল। এটাই সবচেয়ে বেশি করেন না? আচ্ছা এর পরে?

উত্তরদাতা: ডাক্তাররা লেখে হইলো বড় বড়তা, ডাক্তাররা লেখে লেখে এইযে এজিথ্রোমাইসিন

প্রশ্নকর্তা : জি, ফাইমস্কিল এইটা করেন, অ্যা

উত্তরদাতা: এজিট্রোমাইসিন

প্রশ্নকর্তা : আচ্চা, না আপনি আপিন যেটা করেন আপনি

উত্তরদাতা: ফাইমস্কিল

প্রশ্নকর্তা : হ্যা আর? আর কোনটা লেখবো?

উত্তরদাতা: আমিতো বেচিনা দাদা তেমন

প্রশ্নকর্তা : না, তারপরওতো টুকটাকতো করা লাগেই

উত্তরদাতা: ঐডাই বেশি বেচি তারপরে প্রেসক্রিপশন পাইলে আরগুলা বেচি। দেখলেনইতো প্রেসক্রিপশন আসলো ঐগুলাই দিলাম

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এই ফামস্কিলিন এইটা দেন এর পর কোনটা দেন? ২ নাম্বারে কোনটা লিখবো? এখানেতো প্রায় ১৬টা লিখছি ১৬টা, ২ নাম্বারে

উত্তরদাতা: যেগুলা লিখছেন ঐগুলাতো আমি প্রেসক্রিপশন দেইখ্যা বিক্রি করি

প্রশ্নকর্তা : তা বুঝছি, এইগুলাতো আপনার দোকানে আছে, তা আমি জানতে চাচ্চি কোনটা বেশি প্রেসক্রিব করা হয়

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিবশনের জন্যই রাখা হয় প্রেসক্রিবশন আসলেই ওগুলা আমরা দিয়ে দেই

প্রশ্নকর্তা : এইটা ছাড়া আর কোনটাকি করেন মানে এখানেতো ১৬টা

উত্তরদাতা: না নিজে নিজে করিনা

প্রশ্নকর্তা : নিজে কোনটা করেন? এটা একটা বললেন।

উত্তরদাতা: তারপরে এহেনে হেল্থ-এর ডাক্তার স্বাস্থ কর্মী ডাক্তাররা লেখে এই জন্য ওটা দেই

প্রশ্নকর্তা : আর কোনটাকি দেন? এখানে ১৬টা আছে

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ ওষুধই প্রেসক্রিপশন দেখে বিক্রি করি

প্রশ্নকর্তা : না এটা ছাড়া আর কোন এন্টিবায়োটিক কি প্রেসকাইব বরেন?

উত্তরদাতা: না না

প্রশ্নকর্তা : এটা কোন কোন অসুখের জন্য করেন?

উত্তরদাতা: ঠান্ডা

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, কোল্ড কোল্ড আর

উত্তরদাতা: কাশি

প্রশ্নকর্তা : কাশিতে আর

উত্তরদাতা: ঠান্ডাতো লিখছেন, না?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ

উত্তরদাতা: এই গলা ব্যাথা এইগুলাই

প্রশ্নকর্তা : মানে গলা ব্যাথা বলতে

উত্তরদাতা: টমসিল

প্রশ্নকর্তা : টমসিল আচ্চা টমসিল আর?

উত্তরদাতা: এইতো এইগুলাই

প্রশ্নকর্তা : কোল্ড, টমসিল আর, আর কোন রোগের কাজ করে ফাইমস্কিল? আর কোন রোগের জন্য কাজ করে?

উত্তরদাতা: করতে পারে কিন্তু আমরাতো ওই ঠান্ডা কাশির জন্যই দেই

প্রশ্নকর্তা : ঠান্ডা কাশির জন্য দেন।

উত্তরদাতা: আর যতগুলা এন্টিবায়োটিক আছে লিখলেন ওগুলা খালি প্রেসক্রিপশন দেখে বিক্রি করি।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা, কোল্ড টমসিল কাশি এইগুলা দেন আর কোন এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন না?

উত্তরদাতা: না দাদা

প্রশ্নকর্তা : করেন না, তো আমাকে অনেকক্ষণ সময় দিলেন –ভাই আমি আপনার সু-স্বাস্থ কামনা করি আর আপনার ব্যবসার মঙ্গল সাফল্য কামনা করি তো ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন। স্লামুআলাইকুম

উত্তরদাতা: ওয়ালাইকুম সালাম ওয়াহি বরকতুল্লাহ্ ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- স্লামালেকুম, আচ্ছা ভাইজান, আমার আরও কিছু প্রশ্ন একটু জানার ছিলো।

উত্তরদাতা:-- হ্যাঁ, বলেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- *(এটা হচ্ছে সেবাদানকারি বা বিক্রেতার ধরণ)* আপনার এখানে কি কি ধরনের অষুধ আছে? আপনি বলতেছিলেন আলোচনার শুরুর দিকে, মানুষের ও গবাদিপশুর কিছু অষুধ আছে। দুই ধরনের অষুধ আছে।

উত্তরদাতা:-- জী, জী। দুই ধরনের অষুধ আছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- আচ্ছা মানে আপনি কত বৎসর যাবৎ এই পেশায় আছেন?

উত্তরদাতা:-- এই আট বছর, আট বছর ধরে এই পেশায় নিয়োজিত।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য আপনি কি কোন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কোন জায়গা থেকে?

উত্তরদাতা:-- না, প্রশিক্ষণ নেইনি; একটা বিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে অনেকদিন ছিলাম।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- এটা কোন জায়গায়? কতদিন ছিলেন?

উত্তরদাতা:-- পল্লী চিকিৎসক।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- উনি কি পল্লী চিকিৎসক?

উত্তরদাতা:-- হ্যাঁ, ... বাজারে দোকান আছে তার।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- কতদিন ছিলেন ওনার সাথে?

উত্তরদাতা:-- আট বছর, হ্যাঁ ওখানে ছিলাম সাত বছর, তারপর এখানে আট বছর দোকান দিছি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- আপনি কি ঔষধ বিষয়ে কোন ধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন? কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা:-- না, তা করিনি, কিন্তু আমাদের কোম্পানীগুলি থেকে যে সেমিনারগুলি হয় আমাদের বাজারে বাজারে, ঐগুলির মধ্যে অংশগ্রহণ করেছি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- আপনার পড়াশুনা কতদূর, ভাইজান?

উত্তরদাতা:-- আমি এইচএসসি পাশ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- ম্যাট্রিক?

উত্তরদাতা:-- ইন্টারমিডিয়েট।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- এইচএসসি?

উত্তরদাতা:-- এইচ. এস. সি.।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- আপনার দোকানের কি লাইসেন্স আছে?

উত্তরদাতা:-- হ্যাঁ, আছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- আপনি কি এই দোকানের মালিক? না এখানে ঔষধ বিক্রি করেন?

উত্তরদাতা:-- আমি এই দোকানের... অ্যা.. অ্যা.. দোকানের মালিক, আমি ভাড়া থাকি আর কি দোকানে, মালিক আছে।

(সাইড টক / নয়েজ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- আপনি নিজে মালিক?

উত্তরদাতা:--নিজে মালিক, হ্যাঁ, নিজে মালিক।

(সাইড টক / নয়েজ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- এই ছিলো মোটামুটি আলোচনা, তো আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি, আপনার ব্যবসার সফলতা কামনা করি, আপনি দোয়া কইরেন আমার জন্য।

(সাইড টক / নয়েজ)

উত্তরদাতা:-- আমিও আপনার জন্য দোয়া করি, বা আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। এইখানেই বিদায়, হ্যাঁ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারি:-- আসসালামুআলায়কুম।

উত্তরদাতা:-- ওয়ালাইকুমআসসালাম।

সমাপ্ত